দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 29 JUL 2007 ... পৃষ্ঠা 7 ... কলাম 2

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ প্রশাসনে সংস্কার প্রয়োজন

— মনির ইমতিয়াজ —

জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারলে কোন উন্নয়ন কার্যক্রমই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব না। এমন কি জাতিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা ভাবাই যায় না। ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) এর লক্ষ্যমাত্রা পরিপূর্ণভাবে অর্জনের যেসব নির্ণায়ক (Indicator) নির্ধারণ করা হয়েছে তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সর্বাগ্রে গুরুত্বের দাবিদার।

মূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার ব্যবস্থার মূলভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী না হলে উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা নড়বড়ে থেকে যাবে। এটা সর্বজন স্বীকৃত কথা। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের প্রধান দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হচ্ছেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রীসহ ২য় শ্রেণী স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। মাঠ পর্যায়ের এ গুরুত্বপূর্ণ পদটির কাজের পরিধি ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ৩০-৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে গঠিত একটা ক্লাস্টারের দায়িত্বরত একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রশাসনিক, একাডেমিক ও দক্ষ শিক্ষক তৈরিতে প্রশিক্ষক হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ তাদের পদটি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করার ও ৮০% পদোন্নতির দাবি জানিয়ে আসছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নকল্পে সরকার অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। দাতা সংস্থার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি (Skill Development), শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা (Teaching Skill) বৃদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হল, এসব প্রকল্পের সিংহভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য। অথচ মাঠ পর্যায়ে সরাসরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল একেবারেই নগণ্য। বিশেষ করে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের সুযোগ ছিল আরও করুণ। বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার চেয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন (২য় শ্রেণী স্নাতক ডিগ্রীসহ ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী) হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে দুঃখজনকভাবে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি ২য় শ্রেণীরই রয়ে গেছে। ইতোমধ্যে একই অধিদপ্তরাধীন পিটিআইএর ৩য় শ্রেণীর ইন্সট্রাক্টর পদসহ অন্যান্য সরকারী দপ্তরের বেশ কিছু ২য় শ্রেণীর পদকে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। যেমন- কাস্টমস এ্যান্ড এক্সাইজের ২য় শ্রেণীর সুপার পদ, সাব-রেজিস্ট্রার এর ২য় শ্রেণীর পদ, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের পদ ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করে থাকেন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদটি ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করলে উপজেলার অন্যান্য ২য় শ্রেণীর পদকেও ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রশ্ন আসতে পারে যা আদৌ ঠিক নয়। প্রকৃত ব্যাপার হল, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী (H.S.C-র সমমান), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা পদে সরাসরি নিয়োগ হয় না। ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে এ পদগুলো পূরণ করা হয়। অথচ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদধারীরা উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ও সরাসরি নিয়োগকৃত। সঙ্গত কারণে একই পদে ২০/২৫ বছর চাকরি করে একটি পদোন্নতির সুযোগ না পেয়ে অর্থাৎ একই পদে জন্ম এবং মৃত্যুর (নিয়োগ ও অবসর) প্রহর গুণতে গিয়ে তাদের অধিকাংশকেই চরম হতাশায় নিপতিত হতে হয়।

সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের মহান সংবিধানের ১৫(ক) এবং ১৭ অনুচ্ছেদ এবং ১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনেও এই অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। জমতিয়েন সম্মেলন, ডাকার ফ্রেম ওয়ার্কসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ইএফএ (Education for all) এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে (PRSP) এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্ববৃহৎ কর্মসূচি হিসেবে সরকার ২য় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP-2) গ্রহণ করেছেন। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন অনেকাংশে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-এর উপর নির্ভরশীল। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের, যে কোন বিভাগের চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জনবল সর্বাপেক্ষা অধিক। ফলে সরকারের যে কোন কর্মকাণ্ড এ বিভাগের মাধ্যমেই সবচেয়ে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। তাই এক্ষেত্রেও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দ অনবরত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিভাগে জনবল যেমন বেশী, তেমনি কাজের পরিধিও ব্যাপক হওয়ায় উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় উপজেলা শিক্ষা অফিসে একাধিক কর্মকর্তা থাকলে প্রাথমিক শিক্ষার কাজের গতি আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

মহান স্বাধীনতা অর্জনের ৩৬ বছর পরেও অনেকক্ষেত্রেই নানা প্রতিকূলতার কারণে নিরপেক্ষ ও যুগোপযোগী সংস্কার সম্পাদন সম্ভব হয়নি। বর্তমান দল নিরপেক্ষ সরকার সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সেক্টরে নিরপেক্ষ সংস্কারে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। মহান স্বাধীনতাকে প্রকৃত অর্থে অর্থবহ করতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে বর্তমান সরকার সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

(লেখক : কলামিস্ট)